দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 02 JAN 1997
পৃঃ ৫ কলাম ৩

প্রাথমিক শিক্ষা পক্ষ

গতকাল থেকে শুরু হয়েছে জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা পক্ষ। এই পক্ষ উদযাপনের লক্ষ্য, জনগণকে প্রাথমিক শিক্ষার ব্যাপারে সচেতন ও উদ্বুদ্ধ করে আগামী এক দশকের মধ্যে দেশ থেকে নিরক্ষরতা দূরীকরণের মাধ্যমে একটি উন্নত দেশ গড়ে তোলা। নিঃসন্দেহে এই উদ্দেশে প্রতিফলিত হয়েছে জাতীয় আকাঙ্ক্ষা। নিরক্ষরতা দূর হোক, উন্নত দেশ গড়ে ওঠুক— এটা দল-মত নির্বিশেষে সকলের কাম্য। এই কামনার কথা বরাবরই গুরুত্ব দিয়ে বলা হয়েছে এবং তা পূরণের লক্ষ্যে অতীতে কিছু কিছু ব্যবস্থা গ্রহণের কথাও বলা হয়েছে। এসব বিধি ব্যবস্থার কিছু কিছু সুফল যে ফলেনি তা নয়। তবে, জাতীয় আকাঙ্ক্ষা এবং দেশের প্রয়োজনীয়তা অনুযায়ী তা হয়নি। উদ্যোগ-আয়োজন, অর্থ ব্যয় এবং প্রচার-প্রচারণা যে পরিমাণে হয়েছে, বাস্তব ক্ষেত্রে নিরক্ষরতা দূর করা বা শিক্ষা বিস্তার যে সেই অনুযায়ী হয়নি— এটা আজ আর বিশদ ব্যাখ্যার অপেক্ষা রাখে না। কাজেই সঙ্গত কারণেই আজ বলতে হয়, নিরক্ষরতা দূরীকরণের লক্ষ্যে নতুন করে কোনো উদ্যোগ গ্রহণের আগে এক্ষেত্রে গৃহীত অতীত উদ্যোগ তৎপরতাগুলোর পর্যালোচনা আবশ্যক। কেননা, লক্ষ্য অর্জিত না হওয়ার পেছনে নিহিত কারণগুলো সনাক্ত করা গেলে ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা নির্ধারণ সহজতর হয়ে ওঠে।

শিক্ষা পক্ষ উদযাপন সংক্রান্ত প্রকাশিত খবরে অবশ্য এ ব্যাপারে কিছু উল্লেখিত হয়নি। তবে, জাতীয় পর্যায়ে প্রাথমিক শিক্ষা পক্ষ উদযাপনের বিভিন্ন তৎপরতার কথা বলা হয়েছে। প্রাথমিক বিদ্যালয়ের বার্ষিক কার্যাবলী অবগত করানোসহ প্রাথমিক শিক্ষার ব্যাপারে জনগণকে উৎসাহিত করার লক্ষ্যে স্থানীয়ভাবে সভার আয়োজন, পক্ষের প্রথম দিনে ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে নতুন বই বিতরণ, থানা পর্যায়ে বিভিন্ন অফিস ও স্থানে ব্যানার-ফেস্টুন-পোস্টার টাঙ্গানো, শিক্ষক, অভিভাবক ও শিক্ষানুরাগীদের সমন্বয়ে র‍্যালির আয়োজন, জারী, সারি, ভাওয়াইয়া, ভাটিয়ালী গানসহ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে আবৃত্তি, বিতর্ক ও সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা এবং বিজয়ীদের পুরস্কার বিতরণ— ইত্যাদি আয়োজন রয়েছে প্রাথমিক শিক্ষা পক্ষে। এসব আয়োজন নিঃসন্দেহে উৎসাহব্যঞ্জক। তবে, যেসব কারণে এদেশে প্রাথমিক শিক্ষা ব্যাহত হয়— তা দূর করতে হলে উল্লেখিত আয়োজনাদির পাশাপাশি বেশ কিছু বস্তুগত উদ্যোগ আবশ্যক। যেমন, প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের বিনামূল্যে বই সরবরাহ করার যে উদ্যোগ চলে আসছে তা একটি বস্তুগত উদ্যোগ। উল্লেখ্য, এ ধরনের অপর একটি অতি জরুরী উদ্যোগও নিকট অতীতে গ্রহণ করা হয়েছিল। অর্থাৎ আমরা শিক্ষার বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচীর কথা বলতে চাইছি। এই উদ্যোগটি এখনো চালু আছে কি-না, তা জানা যায়নি। কেননা, প্রাথমিক শিক্ষা পক্ষ উপলক্ষে জনগণকে উৎসাহী করে তোলার ব্যাপারে যেসব তৎপরতার কথা বলা হয়েছে— সেখানে এ বিষয়ে কিছু বলা হয়নি।

এদেশে প্রাথমিক শিক্ষা ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ প্রতিবন্ধকতা ড্রপ আউট প্রবণতা। দেশের দরিদ্র জনগণ নানা সঙ্গত কারণেই ছেলেমেয়েদের হয় স্কুলে পাঠায় না অথবা বেশী দিন স্কুলে পড়াশোনা করায় না। মূল কারণ অর্থনৈতিক সামর্থহীনতা। এক্ষেত্রে বিনামূল্যে বইপত্র সরবরাহ একটি উৎসাহব্যঞ্জক উদ্যোগ। আরো বেশী উৎসাহব্যঞ্জক তৎপরতা হল শিক্ষার বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচী। এতে করে ছেলেমেয়েদের স্কুলে পাঠালে তার বিনিময়ে অভিভাবক পান নির্দিষ্ট পরিমাণ খাদ্যশস্য। উভয় তৎপরতা বাস্তব ক্ষেত্রে অভিভাবকদের উৎসাহিত করে ছেলেমেয়েদের স্কুলে পাঠানোর ব্যাপারে। এ দু'টি উদ্যোগ সমভাবে চালু রেখে বাস্তবোচিত তৃতীয় কোনো উদ্যোগ গ্রহণ করা যায় কিনা— সেটাই নতুন করে সরকারকে ভেবে দেখতে হবে। তা না হলে, আলোচ্য প্রাথমিক শিক্ষা পক্ষ পালনের মধ্যদিয়ে জনগণের মধ্যে যে উৎসাহ-উদ্দীপনা সৃষ্টি হবে— তাকে কার্যকরভাবে ধরে রাখা সম্ভব না-ও হতে পারে। ফলে, এই পক্ষ উদযাপনের সাফল্য অনিশ্চিত হয়ে ওঠা বিচিত্র কিছু নয়। এ প্রসঙ্গে বলতেই হয়, অতীতে বিনামূল্যে পাঠ্যবই বিতরণে নানা ধরনের অনিয়ম ও দুর্নীতি লক্ষ্য করা গেছে। শিক্ষার বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচীর ক্ষেত্রে নানাবিধ অনিয়ম ও দুর্নীতির খবর প্রকাশিত হয়েছে। কাজেই এই উভয় কর্মসূচীকে অনিয়ম, বিশৃংখলা ও দুর্নীতি থেকে মুক্ত রাখার উপযুক্ত পদক্ষেপ গ্রহণ আবশ্যক। অর্থাৎ, যে প্রক্রিয়া উৎসাহব্যঞ্জক ও কার্যকর তা ভুল-ত্রুটিগুলো শুধরে নিয়ে চালু রাখা দেশ থেকে নিরক্ষরতা দূর করার বৃহত্তর স্বার্থেই আবশ্যক।